দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 13 JUL 2017
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৫

কুমিল্লায় শিক্ষক তালিকায় নাম না থাকলেও সাত লক্ষাধিক টাকা উত্তোলনের অভিযোগ

■ কুমিল্লা প্রতিনিধি

জেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত শিক্ষক যাচাই-বাছাইয়ের দুইটি তালিকা এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক হাজিরা খাতাসহ রেকর্ডপত্রে ফাতেমা নার্গিস নামে কোনো শিক্ষকের নাম নেই- এরপরও তিনি সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ বাগিয়ে নিয়েছেন এবং বকেয়া বেতন, উৎসব ভাতা, নববর্ষ ভাতা ও মহার্ঘ্য ভাতার নামে উত্তোলন করে নিয়েছেন সাত লক্ষাধিক টাকা। কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার বাতিশা ইউনিয়নের দৈয়ারা বরৈয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, দৈয়ারা বরৈয়া রেজি. প্রাথমিক বিদ্যালয়টি দ্বিতীয় পর্যায়ে সরকারিকরণের জন্য ওই বিদ্যালয়ে কর্মরত চারজন শিক্ষকের নাম ২০১৩ সালের ১৪ জুলাই চৌদ্দগ্রাম উপজেলার তৎকালীন নির্বাহী কর্মকর্তা ও শিক্ষক যাচাই-বাছাই কমিটির আহ্বায়ক মো. মোতাহার হোসেনসহ পাঁচ সদস্যের স্বাক্ষরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। ওই শিক্ষকরা হলেন, মো. ইমরান হোসেন, ফাতেমা আক্তার, তাসলিমা আক্তার ও ফাতেমা আক্তার।

দুর্নীতি

সূত্র জানায়, ২০১৬ সালের ২৩ জুলাই ওই বিদ্যালয়ের চারজন শিক্ষকের নামের তালিকা চৌদ্দগ্রাম উপজেলার বর্তমান শিক্ষা অফিসার ফাতেমা নাসরিনের স্বাক্ষরে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয়ে পাঠানো পৃথক ওই দুটি তালিকায় ওই বিদ্যালয়ের ফাতেমা নার্গিস নামে কোনো শিক্ষকের নাম ছিল না। পরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জেলার দ্বিতীয় পর্যায়ে সরকারিকরণের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকদের একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের ওই তালিকায় শিক্ষকদের নামের কলামে চৌদ্দগ্রামের দৈয়ারা বরৈয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে 'ফাতেমা নার্গিস' নামে শিক্ষকের নাম উল্লেখ না থাকলেও মন্তব্যের কলামে উল্লেখ করা হয় 'বর্ণিত বিদ্যালয়ে ৪নং ক্রমিকের সহকারী শিক্ষক ফাতেমা আক্তার এর স্থলে ফাতেমা নার্গিস শিক্ষক হিসেবে দাবি করেন। বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষে নিষ্পত্তি করা হবে।' কিন্তু এ বিষয়ে জেলা কিংবা উপজেলা শিক্ষা কার্যালয় থেকে ফাতেমা নার্গিসের চাকরিতে নিয়োগ, যোগদান কিংবা ২টি যাচাই-বাছাই কমিটি কর্তৃক মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত তালিকার কাগজপত্রে তার (ফাতেমা নার্গিস) নাম কোথাও উল্লেখ না থাকলেও রহস্যজনক কারণে দায়সারা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়।

জানা যায়, ওই বিদ্যালয়ের ফাতেমা আক্তার নামে দুইজন শিক্ষক থাকলেও এদের একজন স্বামীর সঙ্গে স্পেনে চলে গেছেন। মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত শিক্ষকদের ওই তালিকায় ফাতেমা নার্গিসের নাম অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর তা যাচাই-বাছাই না করে যোগসাজশে বিদ্যালয়টির শিক্ষক হিসেবে তাকে (ফাতেমা নার্গিস) উপজেলা শিক্ষা অফিসের গত ৬ জুনের বিল নং- ৫২৯, ৫৩০, ৫৩১ ও ৫৩২ মূলে বকেয়া বেতন, উৎসব ভাতা, নববর্ষ ভাতা ও মহার্ঘ্য ভাতার নামে সাত লাখ চার হাজার ৪১১ টাকার বিল তৈরি করে হিসাবরক্ষণ অফিসের মাধ্যমে সোনালী ব্যাংক চৌদ্দগ্রাম শাখা (হিসাব নং-১০০৬০২৪৯১) থেকে উত্তোলন করা হয়।

চৌদ্দগ্রাম উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ফাতেমা নাসরিন বলেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার নুরুল ইসলাম জানান, চৌদ্দগ্রাম উপজেলার শিক্ষক যাচাই-বাছাইয়ের পর মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত কোনো তালিকায় ফাতেমা নার্গিস নামে কোনো শিক্ষকের নাম ছিল না এবং অত্র কার্যালয়েও তার সম্পর্কে কোনোও তথ্য নেই। ফাতেমা নার্গিসের নাম কীভাবে শিক্ষক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হলো কিংবা উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয় থেকে কীভাবে বকেয়া বেতন-বিল-ভাতা প্রস্তুত করা হলো এবং টাকা উত্তোলন করা হলো তা আমার জানা নেই।